গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্বাহী পরিচালকের কার্যালয়
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, তুলা গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প
তুলা ভবন, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.cdb.gov.bd

কৃষিই সমৃদ্ধি

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের "তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প'' (১ম সংশোধিত) এর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ১২ তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ড. মো: ফখরে আলম ইবনে তাবিব নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
সভার তারিখ	**২৩ মার্চ ২০২৫ খ্রিঃ**
সভার সময়	**বেলা ১১:০০ ঘটিকা**
স্থান	তুলা উন্নয়ন বোর্ড এবং জুম প্লাটফর্ম
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ড. মো: ফখরে আলম ইবনে তাবিব, নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তুলা ভবন, ঢাকা এর সভাপতিত্বে সভা শুরু হয়। সভার শুরুতে নির্বাহী পরিচালক উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বলেন যে, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা মোকাবেলায় তুলার চাষ সম্প্রসারণ ও গবেষণার উন্নয়নের জন্য ''তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর শীর্ষক প্রকল্পের'' গুরুত্ব অনেক। পরবর্তীতে তিনি প্রকল্পের কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেনটেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক ড. এ. কে. এম. হারুন-অর-রশিদ কে অনুরোধ করেন। উক্ত সভায় সরাসরি উপস্থিত ছিলেন তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। অনলাইনে উপস্থিত ছিলেন শাহীন আখতার, যুগ্ম সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়; শরীফ মো: ইসমাইল হোসেন, উপ সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়; গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব কাজী মো: ফিরোজ হাসান; মো: শাহেদুর রহমান, পরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় এবং জনাব ফাতেমা, সিনিয়র সহকারী প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ। কর্মকর্তাদের উপস্থিতির পরিশিষ্ট-ক এ সংযুক্ত করা হলো।

আলোচ্যসূচী -১: প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

"তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর" শীর্ষক প্রকল্পের (১ম সংশোধিত) প্রকল্প পরিচালক ড. এ. কে. এম. হারুন-অর-রশিদ শুরুতে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ উপস্থিত সদস্যদেরকে অবহিত করেন।

আলোচ্যসূচী -২: প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ

প্রকল্পের আওতায় ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে যে সকল প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ সম্পন্ন করা হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত নিম্নরুপ আলোচনা করেন।

- কোলাবরেশন গবেষণাসহ ১২৭ টি বিভিন্ন ধরনের গবেষণা প্লট ও ৫০০০টি পার্টিসিপেটরী প্লট; এবং ১,৪০০ টি অনফার্ম/আদর্শ ট্রায়াল স্থাপন।
- ৭০ একর বিভিন্ন ধরনের বীজ উৎপাদন প্লট স্থাপন এবং ৫-৭ টন হাইব্রিড তুলা বীজ উৎপাদন ।
- ২০,৪০০ জন কৃষক প্রশিক্ষণ ।
- ৩৬০ জন কর্মকর্তা, ৩০০ জন বৈজ্ঞানিক সহকারি, ২,২৮০ জন সম্প্রসারনের সাথে যুক্ত জনবলের প্রশিক্ষণ আয়োজন ।
- ১৪টি সেমিনার/রিভিউ ওয়ার্কশপ, ২২৫ টি মাঠ দিবস, ৬৫টি চাষি র‌্যালি আয়োজন ।
- ল্যাব যন্ত্রপাতি ও গ্লাসওয়ার ক্রয় । ল্যাবরেটরি বিল্ডিং কাম অফিস বিল্ডিং এর উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ (৩৯০ বর্গমিটার), ৩টি গুদাম নির্মাণ (৩৪৮ বর্গমিটার), ১টি নেট হাউজ তৈরি (২০০ বর্গমিটার), সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (৫১৩৪ রাঃ মিটার), আরসিসি রাস্তা নির্মাণ (৪২০০ বর্গ মিটার) সেচ ও ড্রেনেজ সুবিধা তৈরি (২৫০০+৮০০ মিটার) ও ভূমি উন্নয়ন (৪৫০০ ঘন মিটার) ।

আলোচ্যসূচী -৩: বিগত পিআইসি সভার কার্যবিবরনীর সুপারিশসমূহ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১১ম সভার সুপারিশ ও করণীয় বিষয়ে পর্যালোচনা

ক্র. নং	সুপারিশসমূহ	করণীয়
০১	যৌক্তিকতা উল্লেখ করে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে পিএসসি'র পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের সুপারিশ করা হয়।	যৌক্তিকতা উল্লেখ করে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে ৮ম পিএসসি সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

০২	এডিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের কাজের সুবিধার্থে অবশিষ্ট ৫টি মোটর সাইকেল ক্রয়ের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহনের জন্য সুপারিশ করা হয়।	যানবাহন ক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা থাকায় মোটর সাইকেল ক্রয়ের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহন করা হয় নাই।
০৩	পিএসসি'র সভায় সদরপুর, দিনাজপুর খামারে কালভার্ট তৈরীর বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়।	আরডিপিপিতে কোড না থাকায় কালভার্ট তৈরীর বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়নি।
০৪	প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থের ব্যাপারে পরবর্তী পিএসসি সভায় আলোচনা করার সুপারিশ করা হয়।	ব্যয়বৃদ্ধি বাতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধির জন্য ৮ম পিএসসি সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।
০৫	গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত নির্মাণ ও পূর্ত কাজ দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করার সুপারিশ করা হয়।	গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত নির্মাণ ও পূর্ত এবং মেরামত কাজ PWD এর রেট সিডিউল ২০২২ অনুসরণপূর্বক যে সকল কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে সেসকল কাজ সম্পন্ন করার জন্য সকল নির্বাহী প্রকৌশলীদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। যে সকল কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই সেসকল কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে দ্রুত প্রক্রিয়া শুরু হবে।
০৬	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ক্রয় কার্যক্রম পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী দ্রুত সম্পন্ন করার সুপারিশ করা হয়।	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ক্রয় কার্যক্রম পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী দ্রুত সম্পন্ন করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

আলোচ্যসুচী -৪: প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজন ও ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি পর্যালোচনা :

"তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর" শীর্ষক (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আরডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৭২৪৫.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু জুলাই ২০২০ হতে ফেব্রুয়ারী ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৪৫৩১.৭১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপি তে বরাদ্দ ২২০০.০০ লক্ষ টাকা এবং iBAS++ এ অর্থছাড় ২০৯০.৩০ লক্ষ টাকা এবং ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে অবমুক্তি ১০৪৫.০০ লক্ষ টাকা ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অংগভিত্তিক ব্যয় এবং অগ্রগতি প্রকল্প পরিচালক সভায় উপস্থাপন করেন। প্রকল্পের শুরু জুলাই ২০২০ হতে ফেব্রুয়ারী ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি ৪৫৩১.৭১ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি (৬৩.০০%) ও ভৌত অগ্রগতি (৮৪.০০%)। ০১ জুলাই ২০২৪ হতে ফেব্রুয়ারী ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি ৩৮০.৬৯ লক্ষ টাকা, এডিপি অনুসারে আর্থিক ১৭.৩০% এবং বাস্তব ৪২.০০%। অদ্যবধি প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক আলোচনা করেন। ২০২৪-২৫ তুলাচাষ মৌসুমে প্রকল্পের অর্থায়নে ৫টি ডিসিপ্লিনে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ৭টি গবেষণা খামার/কেন্দ্র ছাড়াও ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কোলাবরেশন ২২টি সহ মোট ৩০ টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান আছে। । প্রকল্প পরিচালক সভায় উপস্থাপন করেন যে, প্রকল্পে ২০টি Ph.D টি এবং ৪ টি এম.এস এর কোলাবরেশন গবেষণার সংস্থান রয়েছে।এ পর্যন্ত ১০টি Ph.D টি চলমান এবং ১টি Ph.D ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ৪ জন এম.এস কোলাবরেশন গবেষণা কার্যক্রমে সংযুক্ত রয়েছেন।

প্রকল্প পরিচালক সভায় উপস্থাপন করেন যে, প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দ দিয়ে চলমান অর্থ বছরে ৫ ব্যাচ কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ, ৯৩ ব্যাচ সাধারণ চাষী প্রশিক্ষণ, ৫৮ ব্যাচ মাঠ দিবস, ১৩ ব্যাচ সম্প্রসারণ কর্মী, ২২ ব্যাচ চাষী র‍্যালী, ৬ ব্যাচ আদর্শ চাষী প্রশিক্ষণ, দুই ব্যাচ বৈজ্ঞানিক সহকারী প্রশিক্ষণ, দুই ব্যাচ একচেঞ্জ ভিজিট ধরা আছে যা ইতোমধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন শ্রীপুর, গাজীপুর এ ২০০০ ব.মিটার/সদরপুর; দিনাজপুরে ১০০০ ব. মিটার; জগদীশপুর, যশোরে ১০০০ ব.মি. আরসিসি রোড নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়াও তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন শ্রীপুর, গাজীপুর এ ৫০০ রানিং মিটার এবং সদরপুর, দিনাজপুরে ৩০০ ব.মিটার ড্রেনেজ নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ডরমেটরী ভবন, সিএ কোর্য়াটার, আনসার ব্যারাক ও গ্রীনহাউজ মেরামত কাজ তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন শ্রীপুর, গাজীপুর এ শেষ হয়েছে এবং সেচ ও নিকাশ কাঠামো, ড্রেনেজ এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও কিছু মেরামতযোগ্য কাজ আছে যেগুলো করা সম্ভব হয়নি । প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সাপেক্ষে তুলা গবেষণা কেন্দ্র, মাহীগঞ্জ ও তুলা গবেষণা খামার জগদীশপুর, যশোর,; শ্রীপুর, গাজীপুর এ জরার্জীণ ভবন ও মহেশপুর ইউনিটের মেরামত কাজ করা সম্ভব। এছাড়া সচিব মহোদয়ের পরামর্শ ক্রমে সীমানা প্রাচীরের কাজগুলো বাস্তবায়ন করা হবে ।অন্যান্য মেশিন ও যন্ত্রাংশ খাত হতে ট্রাক্টর, পাওয়ার উইডার, পাওয়ার টিলার, ন্যাপসাক স্প্রেয়ার এবং পাওয়ার স্প্রেয়ার ক্রয় করা হয়েছে এবং এগুলো বিভিন্ন খামারে ও জোনগুলোতে সরবরাহ করা হয়েছে যেগুলো মাঠ পর্যায়ে কাজে আসবে । চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং যে বাজেট বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে তা কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়াও ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে আরএডিপির বরাদ্দ অনুযায়ী গবেষণা ও গণপূর্তের কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব শাহীন আখতার বলেন, প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে। ২০২৪-২৫ আরএডিপিতে যে পরিমান বরাদ্দ ধরা হয়েছে তা ব্যয় করা যাবে কিনা তা প্রকল্প পরিচালকের কাছে জানতে চান। তিনি আরো বলেন, পিডব্লিউডির যে কাজ গুলো অসম্পন্ন আছে তার টেন্ডার আহবান হয়েছে কিনা। ৬০০০ রানিং মি. বাউন্ডারীওয়ালের কাজ কি পর্যায়ে আছে তাও জানতে চান প্রকল্প পরিচালকের কাছে। এছাড়াও তিনি বলেন তুলা একটি দীর্ঘমেয়াদী ফসল তাই তুলা চাষে কৃষকদের আগ্রহী করতে সাথী ফসল যুক্ত করতে পারলে কিছুটা পরিবর্তন আসবে ।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, পিডব্লিউডির অসম্পন্ন কাজ গুলোর টেন্ডার আহবান করা হয়েছে এবংং সীমানা প্রাচীরের যে ২৩০ ফুট ভেংগে দিয়েছিল সেটা পুনঃনির্মানের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে আলোচনা হয়েছে এবং কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

ড. ফখরে আলম ইবনে তাবিব, নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড সভায় বলেন যে, প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২৫ শেষ হওয়ার কথা এবং ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে আরএডিপির বরাদ্দ ১১৫০.০০ লক্ষ টাকা কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখন পর্যন্ত মোট বরাদ্দের কিছু কিছু খাতে অর্থ অব্যয়িত আছে যেমন- সেচ ও নিকাশ মেরামত, অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা মেরামত, বৈদ্যুতিক অবকাঠামো মেরামত, রোডস এন্ড হাইওয়ে, গভীর নলকূপ স্থাপন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি ক্রয়। মেরামত ও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট গনপূর্তের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে তদারকি বড়ানোর জন্য অনুরোধ করেন এবং প্রকল্প পরিচালককে এসব দিক গুরুত্ব সহকারে দেখতে এবং অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেন। এছাড়া প্রকল্পের অসম্পন্ন কাজগুলো জুনের মধ্যে আরএডিপির বরাদ্দ অনুযায়ী সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালকের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা জানতে চান। নির্বাহী পরিচালক, সচিব মহোদয়সহ তুলা গবেষণা খামার সদরপুর, দিনাজপুরের গনপূর্তের কাজ পরিদর্শন করেন সেখানে সীমানা প্রাচীরের পেছনের অংশের কাজ প্রায় শেষের দিকে কিন্তু নির্মাণ কাজে কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয় তা সমাধানে প্রকল্প পরিচালক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কিনা তা জানতে চান। সীমানা প্রাচীরের সামনের

অংশের কাজ অনেক ধীরগতিতে চলছে বিধায় জুন/২০২৫ এর মধ্যে শেষ করা সম্ভব কিনা এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কে অনুরোধ করেন। এছাড়া তুলা গবেষণা উপ-কেন্দ্র, কাউখালী, রাঙ্গামাটি এ মামলা জনিত কারনে সামনের অংশে কাজ বন্ধ হয়ে আছে এবং ব্যয় সীমাবদ্ধ রেখে ভেরিয়েশন পূর্বক পেছনের অংশে তারকাটা দিয়ে হলেও সরকারী সম্পদ রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য বলেন। গণপূর্তের কাজের অগ্রগতির জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট মনিটরিং কমিটি গঠন করতে বলেন।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কাজী ফিরোজ হাসান বলেন, তুলা গবেষণা খামার, সদরপুর, দিনাজপুর এর সীমানা প্রাচীরের ২৩০ রানিংফুট ভাঙ্গা অংশের কাজ পুনঃরায় দ্রুত শেষ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও তুলা গবেষণা উপ-কেন্দ্র, কাউখালী, বান্দরবান এ পেছনের অংশে তারকাটা দিয়ে বেড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলে সে মোতাবেক কাজ করা হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

মো: শাহেদুর রহমান, পরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় বলেন, প্রকল্পটি জুন/২০২৫ এ শেষ হওয়ার কথা কিন্তু কিছু পূর্ত কাজ ও কোলাবরেশন গবেষণা বাকী আছে তা সম্পন্ন করার পরামর্শ দেন। এছাড়াও যেসব জরাজীর্ণ ভবন আছে সেগুলো মেরামত করলে ভালো হবে নাকি নতুন করে ভবন নির্মাণ করলে ভালো হয় তা প্রকল্প পরিচালকের কাছে জানতে চান। তিনি আরো বলেন প্রকল্পের ১ম সংশোধনীতে কি ধরনের সংশোধন হয়েছিল। প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন EPIMS এ দেওয়ার জন্য বলেন।

পরিচালক মহোদয়ের প্রশ্নের জবাবে প্রকল্প পরিচালক বলেন, জরাজীর্ণ ভবন মেরামত না করে নতুন ভবন নির্মাণ করলে ভালো হবে। গণপূর্ত কাজের ২০১৮ এর রেট সিডিউল সংশোধন করে পিডব্লিউডি রেট সিডিউল ২০২২ অনুসরণ পূর্বক প্রকল্পের ১ম সংশোধন করা হয়।

শরীফ মো: ইসমাইল হোসেন, উপ সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এ পর্যন্ত প্রকল্পের দুটি কিস্তির বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে কিন্তু ৩য় কিস্তির বরাদ্দ কেন চাওয়া হয়নি তা জানতে চান।

প্রকল্প পরিচালক মহোদয় বলেন প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ১১৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। ১ম ও ২য় কিস্তিতে অর্থ ছাড় হয়েছে ১০৪৫.০০ লক্ষ টাকা এবং গাড়ি ক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা থাকায় ১০৬.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সম্ভব নয় বিধায় ৩য় ও ৪র্থ কিস্তিতে অর্থ ছাড়ের প্রয়োজন হবে না।

জনাব মাহমুদুল হাসান, কর্মসূচী পরিচালক বলেন, বৈদ্যুতিক অবকাঠামো খাতে অব্যয়িত টাকা তুলা গবেষণা কেন্দ্র, বালাঘাটা, বান্দরবান এ খরচ করতে পারলে ভালো হতো বলে মতামত দেন।

<u>আলোচ্য সূচী ০৫:</u> **গবেষণা কার্যক্রম:**

<u>আলোচ্য সূচী ০৬:</u>

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনাঃ চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সভায় উপস্থাপন করা হয়।

সুপারিশসমূহঃ

আরএডিপির বরাদ্দকৃত অর্থ যথাসময়ে খরচ করার সুপারিশ করা হয়।
যেসব খাতের টাকা এখনও অব্যয়িত আছে সেসব খরচের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা করার সুপারিশ করা হয়।
গণপূর্তের কাজের অগ্রগতি মনিটরিং করার জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট মনিটরিং কমিটি গঠন করার সুপারিশ করা হয়।
গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত নির্মাণ ও পূর্ত কাজ দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করার সুপারিশ করা হয়।
২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ক্রয় কার্যক্রম পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী দ্রুত সম্পন্ন করার সুপারিশ করা হয়।

ক্ত সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সকল সংযুক্তিসমূহ:

(১) PIC 12- Attendance

৩০-০৪-২০২৫
ড. মো: ফখরে আলম ইবনে তাবিব
নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

তারিখ: ১৭ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
৩০ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ১২.০৭.০০০০.০০০.৯২২.০৬.০০০২.২১.৩৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়।
২। প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর।

৩। যুগ্ম-প্রধান, ফসল উইং, পরিকল্পনা কমিশন।
৪। যুগ্ম-প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৫। মহাপরিচালক, সেক্টর-৪ (কৃষি ও পানি সম্পদ), বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগ।
৬। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পেকু সার্কেল, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব), গবেষণা শাখা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড।
৮। উপপরিচালক, উপপরিচালক-এর দপ্তর, তুলা উন্নয়ন বোর্ড।
৯। প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, তুলা গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প, তুলা উন্নয়ন বোর্ড।
১০। সিনিয়র জিনিং অফিসার , মার্কেটিং ও জিনিং শাখা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড।
১১। উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, গবেষণা শাখা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড।
১২। উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, তুলা গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প, তুলা উন্নয়ন বোর্ড।
১৩। কর্মসূচি পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), কর্মসূচি পরিচালকের দপ্তর, তুলার সাথে সবজি, মসলা, ডাল ও অন্যান্য ফসলের চাষ কর্মসূচি, তুলা উন্নয়ন বোর্ড।
১৪। কীটপতঙ্গ বিশেষজ্ঞ (অতিরিক্ত দায়িত্ব), প্রকিউরমেন্ট শাখা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড।
১৫। তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা শাখা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড।
১৬। তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা, আইসিটি শাখা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড।
১৭। তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব), প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, তুলা গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প, তুলা উন্নয়ন বোর্ড।

৩০-০৪-২০২৫
ড. এ.কে.এম. হারুন-অর-রশিদ
প্রকল্প পরিচালক